মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ৮০

মুসনাদে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) [আবু বকরের বর্ণিত হাদীস] (مسند أبي بكر)

আরবী

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى ـ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ ـ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ، فَذَكَرَ قِصَّةً، فَنُودِيَ فِي النَّاسِ: أَنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، وَهِيَ أَوَّلُ صَلاةٍ فِي الْمُسْلِمِينَ نُودِيَ بِهَا: أَنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، شَيْئًا صُنِعَ لَهُ كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ، وَهِيَ أَوَّلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي الْإِسْلامِ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ هَذَا كَفَانِيهِ غَيْرِي، وَلَئِنْ أَخَذْتُمُونِي بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُطِيقُهَا، إِنْ كَانَ لَمَعْصُومًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ

إسناده ضعيف، عيسى بن المسيَّب البجلي قاضي الكوفة مختلف فيه، فقد ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن حبان والدارقطني، وقال الدارقطني مرة: صالح الحديث، وكذا قال ابن عدي، وقال أبو حاتم: محله الصدق ليس بالقوي، وصحح الحاكم في " المستدرك " حديثه وقال: لم يُجرح قط! وانظر ترجمته في " تعجيل المنفعة " رقم (840) ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هاشم بن القاسم: هو ابن مسلم البغدادي أبو النضر

وأخرجه مطولاً المروزي (91) عن أبي بكر بن أبي النضر، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد
وأورده الهيثمي في " المجمع " 5 / 184 وقال: رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف

বাংলা

৮০। কায়েস বিন হাযেম বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের এক মাস পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালীফা আবু বাকর আস সিদ্দিক (রাঃ) এর নিকট বসা ছিলাম। এরপর তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এই সময় ঘোষণা করা হলোঃ “এক্ষুণি নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে।” ওটাই ছিল প্রথম নামায, যা “এক্ষুণি নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে” এই ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হচ্ছিল। লোকেরা সমবেত হলো। আবু বাকর মিম্বরে আরোহণ করলেন- যা তার খুতবা দেয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এটাই ছিল, ইসলাম আগমনের পর তাঁর দেয়া প্রথম খুতবা। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর বললেনঃ হে জনতা, আমি অবশ্যই চেয়েছিলাম যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাতের নিরিখে আমাকে পাকড়াও কর, তবে আমি এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব না। তিনি তো শয়তান থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। তাঁর নিকট আসমান থেকে ওহী নাযিল হতো।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=62723

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন